ASTRO ARPITA NATH

নেতিবাচক - দুঃস্থান, মারক এবং ত্রিশডায় ভাব

Arpita Nath দ্বারা · নতুনদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের নোট · 2026-07-28

যেখানে শুভ বা ইতিবাচক ভাবগুলি (কেন্দ্র এবং ত্রিকোণ) জীবনে স্থিতিশীলতা ও সৌভাগ্য গড়ে তোলে, সেখানে বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish) এমন কিছু নির্দিষ্ট ভাব বা ঘরও চিহ্নিত করা হয়েছে যা পরীক্ষা, রূপান্তর, শক্তি হ্রাস এবং মরণশীলতা নিয়ে আসে।

তিনটি প্রাথমিক নেতিবাচক বা প্রতিকূল ভাবের শ্রেণীবিভাগ হলো দুঃস্থান, মারক এবং ত্রিশডায়। এই ভাবগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলে আপনি জীবনের সেই ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন যেখানে সতর্কতা, সহনশীলতা, অন্তর্জাগরণ ও আত্মিক বিকাশ এবং কর্মিক ভারসাম্যের প্রয়োজন হয়।

১. দুঃস্থান ভাব (কষ্ট ও রূপান্তরের ভাব)

দুঃস্থান (বা ত্রিক) ভাবগুলি হলো জন্মকুণ্ডলীর (Kundli) কঠিন শিক্ষার ঘর: ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ ভাব।

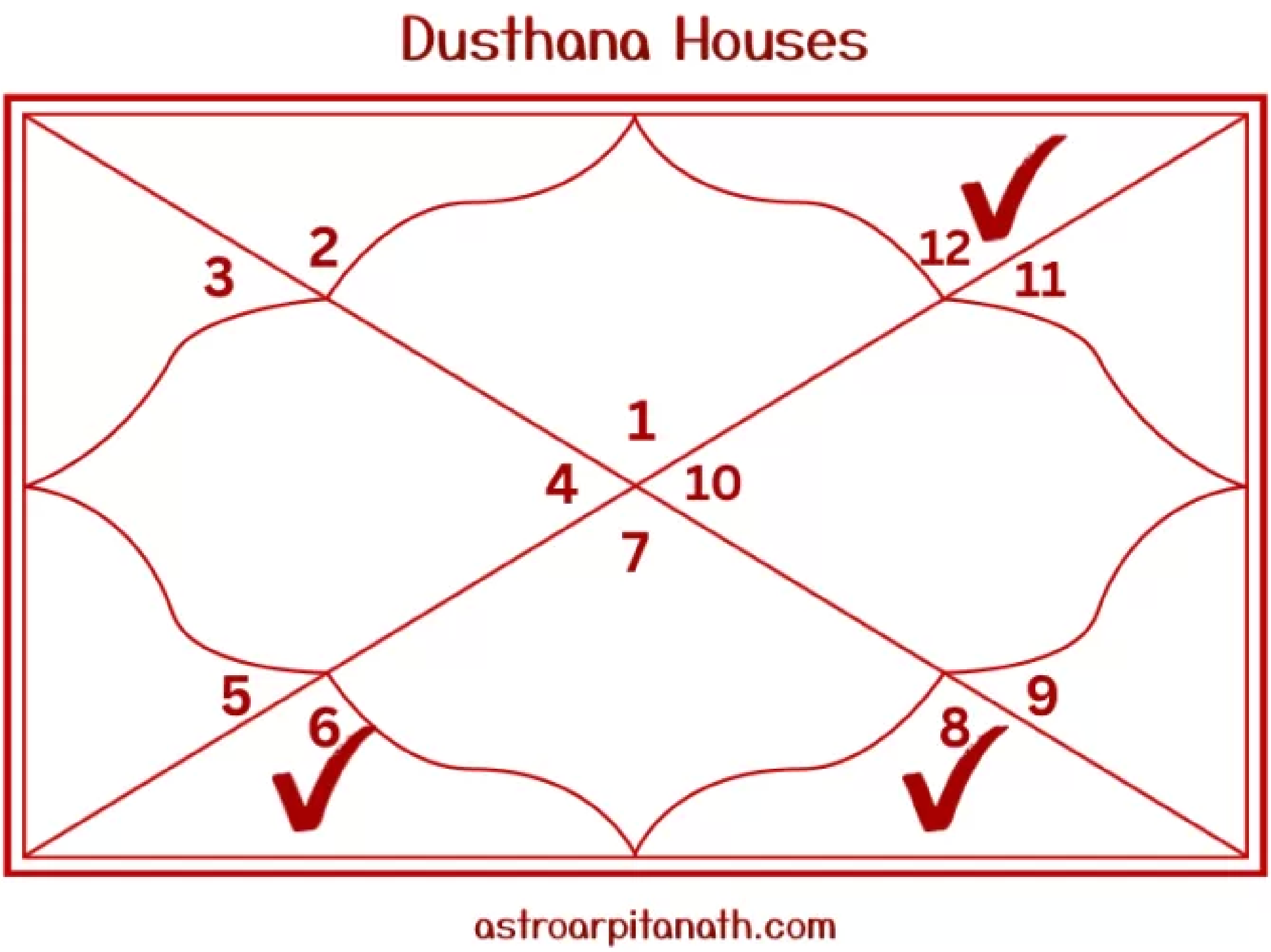

- **তাৎপর্য**: দ্বন্দ্ব, বাধা-বিপত্তি এবং আত্মশুদ্ধির ভাব হিসেবে পরিচিত এই ঘরগুলি আমাদের শারীরিক ও মানসিক

পরীক্ষার ক্ষেত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

• **নিয়ন্ত্রণ করে**: ঋণ/রোগ (ষষ্ঠ), আকস্মিক ঘটনা/আয়ু (অষ্টম), ক্ষয়ক্ষতি/আধ্যাত্মিক মুক্তি (দ্বাদশ)।

• **বিশদ বিবরণ**:

• **ষষ্ঠ ভাব (রোগ, রিপু, ঋণ)**: রোগব্যাধি, শত্রু, ঋণ, মতবিরোধ এবং দৈনন্দিন কঠোর পরিশ্রম।

• **অষ্টম ভাব (রন্ধ্র)**: জীবনের অপ্রত্যাশিত উত্থান-পতন, আয়ু, গোপন বিষয়, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং গভীর রূপান্তর।

• **দ্বাদশ ভাব (ব্যয়)**: খরচ, লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি, একাকীত্ব, বিদেশযাত্রা, হাসপাতাল এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি (মোক্ষ)।

২. মারক ভাব (শক্তি হ্রাসকারী / প্রাণহানীকর ভাব)

মারক ভাবগুলি হলো মৃত্যুসম কষ্ট প্রদানকারী বা শক্তি ক্ষয়কারী ভাব: দ্বিতীয় এবং সপ্তম ভাব।

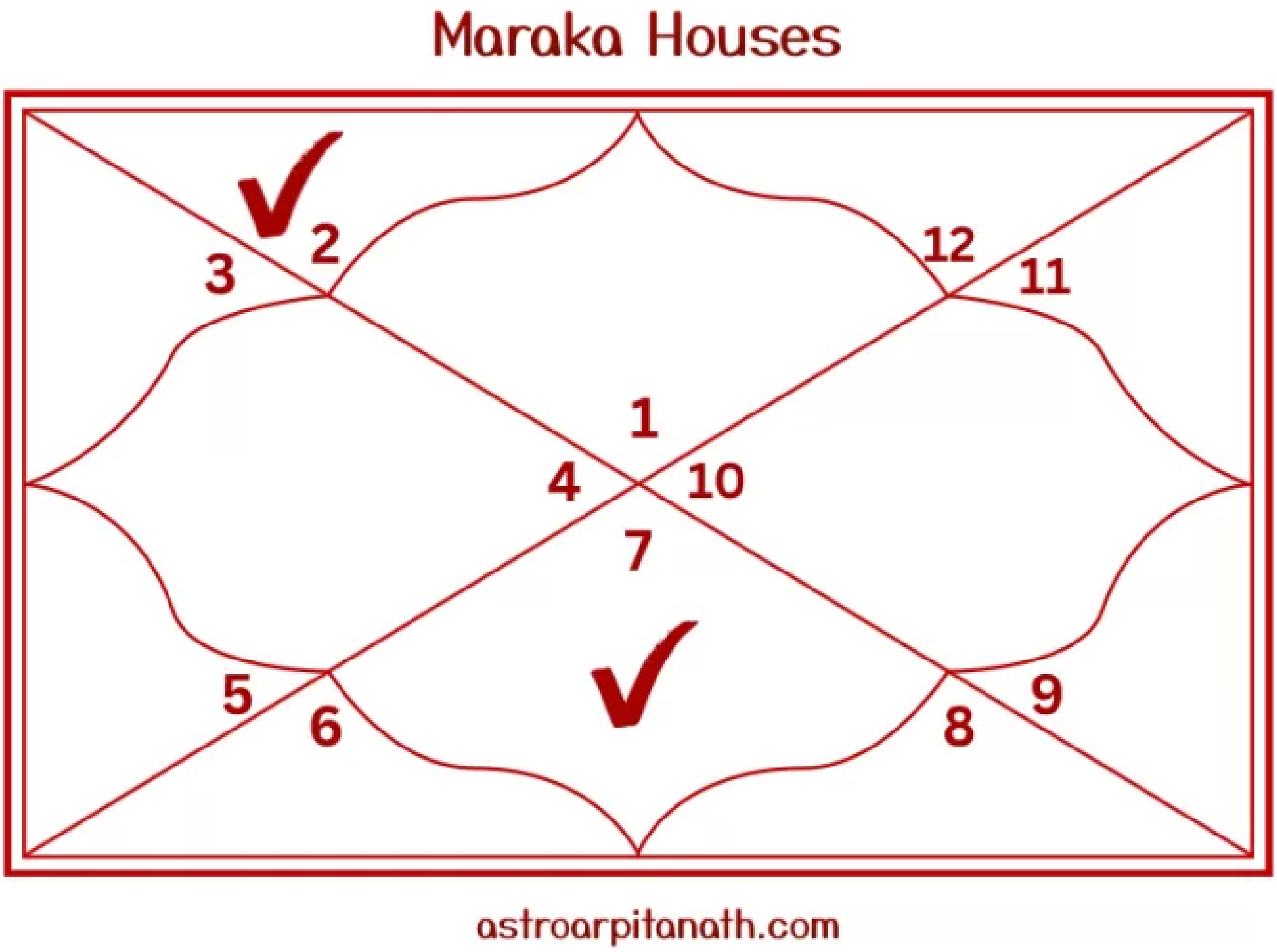

• **তাৎপর্য**: সংস্কৃতে 'মারক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো "হত্যাকারী"। এর অর্থ এই নয় যে মারক অধিপতির প্রতিটি গ্রহের দশা (Dasha) মৃত্যু ঘটাবে—বরং, এই গ্রহগুলি শারীরিক শক্তি নিঃশেষ করে, স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নেয় এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করে।

• **নিয়ন্ত্রণ করে**: কার্যত অর্থ/বাকশক্তি/পরিবার (দ্বিতীয়) এবং বিবাহ/ব্যবসায়িক অংশীদার (সপ্তম); গুরুত্বপূর্ণ

দশা চলাকালীন শারীরিক শক্তির অপচয়।

• **দ্বিতীয় এবং সপ্তম ভাবই কেন মারক?**

• অষ্টম ভাব হলো আয়ুর কারক। এর দ্বাদশতম ভাব (আয়ুর ক্ষয়) হলো সপ্তম ভাব।

• তৃতীয় ভাব হলো জীবনীশক্তির দ্বিতীয় বিকল্প ঘর। এর দ্বাদশতম ভাব (জীবনীশক্তির ক্ষয়) হলো দ্বিতীয় ভাব।

• **প্রধান বৈশিষ্ট্য:** তাদের মহাদশা বা অন্তর্দশায়, মারক গ্রহের অধিপতিরা শারীরিক দুর্বলতা, গুরুতর অসুস্থতা বা চরম মানসিক চাপ নিয়ে আসতে পারে, যদি তা স্বাস্থ্যের ইতিবাচক কারকগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

৩. ত্রিশিডায় ভাব (তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জাগতিক সংঘাতের ভাব)

ত্রিশিডায় ভাবগুলি হলো তীব্র ইচ্ছা এবং অহংবোধের ঘর: তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং একাদশ ভাব।

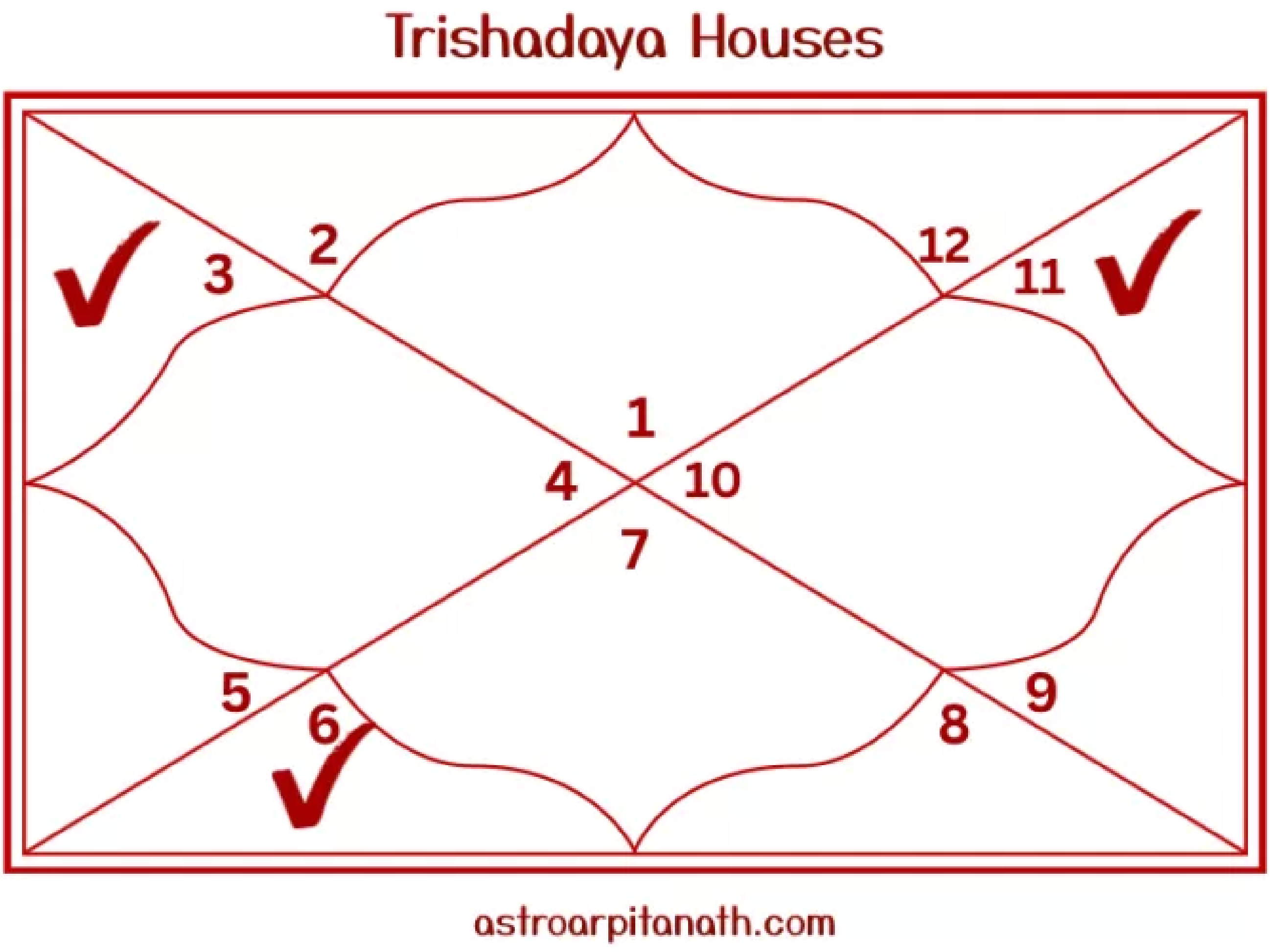

• **তাৎপর্য**: ত্রি (৩), ষ (৬) এবং আয় বা দায় (১১) থেকে এর উৎপত্তি। এই ভাবগুলি তীব্র ব্যক্তিগত উদ্যম, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে।

• **নিয়ন্ত্রণ করে**: ইচ্ছাশক্তি/কামনা (তৃতীয়), সংগ্রাম/প্রতিযোগিতা (ষষ্ঠ), বিপুল আর্থিক লাভ/উচ্চাকাঙ্ক্ষা (একাদশ)।

• **প্রধান বৈশিষ্ট্য**: শুভ গ্রহগুলিও (যেমন বৃহস্পতি বা শুক্র) ত্রিশিডায় ভাবের অধিপতি হলে তাদের সহজাত আধ্যাত্মিক কোমলতা হারায়, কারণ এই ভাবগুলি জাতককে উচ্চতর চেতনার চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক জাগতিক লক্ষ্যের দিকে বেশি

আগ্রাসীভাবে পরিচালিত করে।

আশার আলো : বিপরীত রাজযোগ

বৈদিক জ্যোতিষে, যখন কোনো দুঃস্থান ভাবের অধিপতি (ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ) অপর কোনো দুঃস্থান ভাবে অবস্থান করে (এবং কোনো শুভ গ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হয় না), তখন বিপরীত রাজযোগ গঠিত হয়।

এই অনন্য যোগের অর্থ হলো "বিপর্যয়ের মধ্য থেকে বিজয়" — এটি এমন বিপুল ধনসম্পদ, খ্যাতি বা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করে যা কোনো বড় সংকট বা প্রতিকূলতার ঠিক পরেই বা তার মাধ্যমেই অর্জিত হয়!

সারসংক্ষেপ

- **দুঃস্থান (৬, ৮, ১২)**: সহনশীলতা গড়ে তুলতে এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে আপনার পরীক্ষা নেয়।
- **মারক (২, ৭)**: শারীরিক বিশ্রাম, জীবনযাত্রার ভারসাম্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার দাবি জানায়।
- **ত্রিশডায় (৩, ৬, ১১)**: ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জাগতিক ইচ্ছাকে ইন্ধন জোগায়, যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।